কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট/ লেখ এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

ডব্লিউপিএ/১৮৫৫৭/২০২২

সৈয়দ আফ্রিদি সরকার

বনাম

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ	শ্রী পার্থ প্রতিম রায়, আইনজীবী
	শ্রী অনির্বাণ দাস, আইনজীবী
আই. ও. সি. এল-এর পক্ষেঃ	শ্রী পুষ্পেন্দু চক্রবর্তী, আইনজীবী
৮ নং উত্তরদাতার পক্ষেঃ	শ্রী অয়ন বসু, আইনজীবী
	শ্রী সম্রাট দাস, আইনজীবী
	শ্রী সুমিত রাউথ, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩
রায়ঃ	১২ই অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী: -

১. ১৯৭২ সালে সম্পাদিত একটি নিবন্ধিত বন্দোবস্তের দলিলের ভিত্তিতে নশিপুর মৌজায় অবস্থিত জমির মূল মালিক ছিলেন জনৈক মকবুল হোসেন সরকার। উক্ত মকবুল হোসেন সরকার আবেদনকারী এবং অন্যান্য আইনগত উত্তরাধিকারী রেখে মারা যান এবং তারা যৌথভাবে সম্পত্তিটি সহ-ভাগীদার হিসেবে ভোগ করতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত বিবাদী হলেন বিষয় জমির ক্ষেত্রে এই ধরনের সহ-ভাগীদারদের একজন। পরবর্তীকালে, আবেদনকারী, অন্যান্য সহ-ভাগীদার এবং ব্যক্তিগত বিবাদীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং তারা যৌথভাবে বিষয় জমির বিষয়ে ব্যক্তিগত বিবাদীর বিরুদ্ধে বন্টনের জন্য মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়

২০১৯ সালের টি.এস. নং ৪৮২, বর্তমানে মুর্শিদাবাদের লালবাগে অবস্থিত বিজ্ঞ সিভিল জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) এর সামনে বিচারাধীন। আবেদনকারী তাৎক্ষণিক রিট পিটিশন দাখিল করেছেন, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, তিনি জানতে পেরেছেন যে রাজীব গান্ধী গ্রামীণ এলপিজি বিতরণ (আর.জি.জি.এল.ভি) এর অধীনে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের বিতরণের জন্য আবেদন করেছেন এবং তদনুসারে, তিনি লটে নশিপুর, ভগবানগোলা-২ এলাকার জন্য উক্ত প্রকল্পের অধীনে এলপিজি বিতরণের জন্য দ্বিতীয় নির্বাচিত প্রার্থী হয়েছেন। পরবর্তীকালে, তিনি পূর্বোক্ত বিতরণের জন্য নির্বাচিত হন এবং আবেদনকারীর যৌথ সম্পত্তির একটি অংশে তার গুদাম এবং দোকান ঘর দেখিয়ে বিবাদী নং ১, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেডের কাছ থেকে বিতরণ পেতে সক্ষম হন। ব্যক্তিগত বিবাদী সহ অন্যান্য সহ-অংশীদাররা। 'অভিপ্রায়পত্র' পাওয়ার পর, বেসরকারী বিবাদী উপরোক্ত অবিভক্ত প্লটের উপর একটি গুদাম এবং এলপিজি বিতরণকারীর জন্য একটি অফিস নির্মাণ শুরু করেন, যা ২০১৯ সালের টি.এস. ৪৮২ অনুসারে বিভাজনের মামলার বিষয়বস্তু। আবেদনকারীর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য যে, বিবাদী নং ১ এর নীতি অনুসারে, কোনও ব্যক্তি বিতরণকারীর জন্য অফিস এবং গুদাম নির্মাণের জন্য জমির সম্পত্তি ব্যবহার করতে পারবেন না, যা আদালতের সামনে কোনও বিরোধের বিষয়বস্তু, কিন্তু অনুসন্ধানের পর, আবেদনকারী জানতে পারেন যে বেসরকারী বিবাদীরা বন্টনের মামলার বিচারাধীনতা প্রকাশ না করেই তেল কোম্পানির কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্য সহ-অংশীদারদের কাছ থেকে কোনও অনাপত্তি না পেয়েই বিবাদী কোম্পানির সামনে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে লাইসেন্স গ্রহণ করেছেন। আবেদনকারীর অভিযোগ, ব্যক্তিগত বিবাদী

বিদ্যালয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর সহায়ক হিসাবে কাজ করছেন এবং তিনি সরকারের কাছ থেকে কিছু সম্মানী পান। অতএব, তিনি উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা ভুলভাবে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাসের বিতরণ পাওয়ার অধিকারী নন। উত্তরদাতা নং ১ থেকে এলপিজি দ্বারা বিতরণ পাওয়ার তথ্য পাওয়ার পরে, আবেদনকারী একটি আবেদন করেছিলেন। কিন্তু উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা তাঁর প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করা হয়নি তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনটিও তাই।

২. ১-৭ নম্বর বিবাদীরা তাৎক্ষণিক রিট আবেদনে আবেদনকারীর করা অভিযোগের বিরোধিতা করে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন। আইওসিএলের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে যে, তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রমে, আইওসিএল মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা-২ উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত নাসিরপুর গ্রামে অবস্থিত বেসরকারি বিবাদী নং ৮-কে রাজীব গান্ধী গ্রামীণ এলপিজি বিতরণ (আর.জি.জি.এল.ভি) হিসেবে নির্বাচন করেছে। কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকা এবং নির্বাচন পদ্ধতি সতর্কতার সাথে অনুসরণ করে এই নির্বাচন করা হয়েছিল। নির্বাচন পদ্ধতিতে বর্ণিত সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর, বেসরকারি বিবাদী নং ৮-এর পক্ষে বিতরণের জন্য ইচ্ছাপত্র জারি করা হয়েছিল ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৩। পরবর্তীকালে, বরাদ্দপত্র জারি করা হয়েছিল এবং বিতরণ কমিশন করা হয়েছিল ১১ই মার্চ, ২০১৫। উপরে উল্লিখিত তারিখে আইওসিএল এবং ৮নং সীমা খাতুন উত্তরদাতা এবং তার স্বামী সামসুল আলমের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এলপিজি বিতরণের উদ্দেশ্যে, বিবাদী নং ৮, মুর্শিদাবাদ জেলার নাশিরপুর মৌজার দাগ নং ৩৫১৯, খতিয়ান নং ১৯১৫৬, জেএল নং ৬৬-এ অবস্থিত একটি জমির উপর একটি গুদাম নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত জমির প্লটে রয়েছে

৪৬ দশমিক যার মধ্যে ৩৭.৫০ দশমিক জমি আবেদনকারীর নামে রেকর্ড করা হয়েছে। জমির শ্রেণীবিভাগ "বাগান" হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ব্যক্তিগত বিবাদী ৩৭.৫০ দশমিক জমির মধ্যে ১৫ দশমিক জমির উপর একটি গুদাম তৈরি করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের ধারা ৪সি এর অধীনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমিটি যথাযথভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। বিবাদী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এলপিজি সিলিন্ডার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সও পেয়েছেন। ২০১৯ সালে রিট আবেদনকারী এবং আরও পাঁচজন দাগ নং ৩৫১৯-এ অবস্থিত উক্ত জমির প্লট ভাগাভাগির জন্য বিজ্ঞ সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন), লালবাগ, মুর্শিদাবাদের কাছে ২০১৯ সালের ৪৮২ নম্বর মামলা দায়ের করেন। রিট আবেদনকারী এবং অন্যান্যরা অন্তর্বর্তীকালীন প্রার্থনার মাধ্যমে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করেন কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদনটি ট্রায়াল কোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। রিট আবেদনকারী উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেন যা ২০২০ সালের বিবিধ আপিল নং ১৮ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল এবং উক্ত আপিলটি বিচারাধীন ছিল। ২০১৯ সালের টাইটেল মামলা নং ৪৮২ এর রিট আবেদনকারী এবং অন্যান্য বাদীরা বেসরকারী বিবাদীর বিরুদ্ধে বিবাদী নং ৮ এর পক্ষে বিতরণকারীর মঞ্জুরি চ্যালেঞ্জ করে একটি প্রতিনিধিত্ব করেন। কর্পোরেশন বিষয়টি তদন্ত করে দেখেন যে উক্ত প্রতিনিধিত্বের কোনও যুক্তি নেই। অতএব, তাৎক্ষণিক মামলায় বেসরকারী বিবাদী নং ৮ এর বিতরণকারীর সাথে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ নেই।

৩. ৮ নম্বর বিবাদী আবেদনকারীর করা রিট আবেদনের বিরুদ্ধে একটি হলফনামাও দাখিল করেছেন। তার লিখিত আপত্তিতে তিনি তাৎক্ষণিক রিটে রিট আবেদনকারীর করা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিবাদী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি

আইওসিএলের প্রয়োজনীয়তা পূরণের পর ২০১৫ সালে ডিস্ট্রিবিউশনশিপ। রিট আবেদনকারী এবং অন্যান্যরা ২০১৯ সালে ডিস্ট্রিবিউশনশিপ মঞ্জুর করার চার বছর পর একটি বিভাজন মামলা দায়ের করেন। অতএব, ডিস্ট্রিবিউশনশিপ মঞ্জুর করার সময় বেসরকারী বিবাদীর বিরুদ্ধে কোনও মামলা বিচারাধীন ছিল না। বেসরকারী বিবাদী আরও দাবি করেন যে দাগ নং ৩৫১৯ এর পরিমাপ প্রায় ৪৬ দশমিক। ৪৬ দশমিক জমির মধ্যে ৩৭.৫০ দশমিক জমি বিবাদী নং ৮-এর নামে রেকর্ড করা হয়েছে। সুতরাং, উক্ত যৌথ সম্পত্তির বেশিরভাগ অংশ বিবাদী নং ৮-এর নামে রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি ১৫ দশমিক জমিতে একটি গুদাম নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং, বিষয় জমি ভাগ করা হলেও, এলপিজি বিতরণের বিষয়ে বিবাদী নং ৮-এর কোনও সমস্যা হবে না। ৮ নম্বর বিবাদী আরও বলেছেন যে তিনি রাজ্য/কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোনও বেতন/সুবিধা/ভাতা পান না এবং অভিযোগ অনুসারে তিনি কোনও সরকারি চাকরিতে যুক্ত নন।

৪. রিট আবেদনকারী ১-৭ নং বিবাদীদের দায়ের করা 'হলফনামা -বিরোধিতা' র বিরুদ্ধে একটি হলফনামা-জবাব দাখিল করেছেন। হলফনামা-জবাবে রিট আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তিটি একটি যৌথ সম্পত্তি এবং যতক্ষণ না সম্পত্তিটি ভাগাভাগি এবং সীমানা নির্ধারণ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ৮ নং বিবাদী সম্পত্তির সেই অংশটি নিজের বলে দাবি করতে পারবেন না যেখানে তিনি গোডাউন হিসেবে নির্মাণ করেছেন।

৫. আবেদনকারী একটি হলফনামা-জবাব দাখিল করেছেন যা প্রতিপক্ষের হলফনামায় ৮ নং উত্তরদাতার দেওয়া বক্তব্যকে অস্বীকার করেছে।

৬. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে স্বীকার করছি যে বিবাদী নং ৮ যে জমির উপর একটি নির্মাণ করেছিলেন

এই গুদামটি যৌথভাবে আবেদনকারী, বিবাদী নং ৮ এবং অন্যান্য সহ-অংশীদারদের মালিকানাধীন। রিট আবেদনকারী এবং অন্যান্য সহ-অংশীদাররা লালবাগের বিজ্ঞ সিভিল জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) এর কাছে ভাগাভাগির জন্য একটি মামলা দায়ের করেছেন। সুতরাং, বিবাদী নং ৮ উক্ত জমির প্লটের একমাত্র মালিক নন। অতএব, তিনি একা আইওসিএল থেকে এই প্রকল্পের অধীনে এলপিজি বিতরণ করতে পারবেন না।

৭. উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান উকিল আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের জমা দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন।

৮. এটি কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, প্রত্যর্থী নম্বর ৮ বিষয় জমির সহ-মালিকদের মধ্যে একজন। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন যথাযথ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যর্থী নম্বর ৮-এর পক্ষে বিতরণকারী জারি করে। এলপিজি সিলিন্ডার বিতরণ করার জন্য, প্রত্যর্থী নম্বর ৮ আবেদন দায়ের করে। তাকে লট ড্রয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তারপরে, সে সমস্ত নথি এবং প্রয়োজনীয় ফি জমা করে। কর্তৃপক্ষ নথিগুলি ক্রমানুসারে খুঁজে পায় এবং পরবর্তীকালে, প্রত্যর্থী নম্বর ৮-এর পক্ষে এলওআই জারি করে। প্রত্যর্থী নম্বর ৮ তার দখলে থাকা জমিটিকে "বাগান" থেকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করে এবং ২০১৫ সাল থেকে বিতরণকারী চালিয়ে যাচ্ছে।

৯. বিতরণের এই বিশালতা উত্তরদাতা নং ৮ এবং আইওসিএল-এর মধ্যে একটি চুক্তির ফলাফল। যদিও আইওসিএল একটি সরকারি কর্পোরেশন, আইওসিএল এবং বিবাদী নং ৮-এর মধ্যে চুক্তিটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রকৃতির। (২০১৪) ৩ এসসিসি ৪৯৩-এ রিপোর্ট করা সঞ্জয় কুমার শুক্লা বনাম ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এবং অন্যান্যরা মামলায়, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে চুক্তির রায়, তা

একটি বেসরকারি পক্ষ, একটি সরকারি সংস্থা বা রাষ্ট্র কর্তৃক, মূলত একটি বাণিজ্যিক লেনদেন। একটি বাণিজ্যিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে, যেসব বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হলো বাণিজ্যিক বিবেচনা। এগুলো হবে:

(i) অন্য পক্ষ যে দামে কাজটি করতে ইচ্ছুক;

(ii) প্রদত্ত পণ্য বা পরিষেবাগুলি প্রয়োজনীয় নির্দিষ্টকরণের কিনা;

(iii) দরপত্রদাতার নির্দিষ্টকরণ অনুসারে পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করার ক্ষমতা আছে কিনা। যখন উল্লেখযোগ্য জনবল নিয়োগ বা নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন এমন বৃহৎ কাজের চুক্তি প্রদান করা হয়, তখন কাজের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য দরপত্রদাতার আর্থিক সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ;

(iv) দরপত্রদাতার পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করার বা প্রয়োজনীয় মান এবং মানের কাজ করার ক্ষমতা;

(v) দরপত্রদাতার অতীত অভিজ্ঞতা এবং তিনি পূর্বে একই ধরণের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন কিনা;

(vi) পণ্য বা পরিষেবা সরবরাহ করতে কত সময় লাগবে; এবং প্রায়শই;

(vii) দরপত্রদাতার পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার, ত্রুটি সংশোধন করার বা চুক্তি-পরবর্তী পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা।

এমনকি যখন রাষ্ট্র বা কোনও সরকারি সংস্থা কোনও বাণিজ্যিক লেনদেনে প্রবেশ করে, তখনও কোনও নির্দিষ্ট পক্ষকে চুক্তিটি প্রদানের ক্ষেত্রে যে বিবেচ্য বিষয়গুলি প্রাধান্য পাবে তা একই রকম হবে। যাইহোক, যেহেতু রাষ্ট্র বা কোনও সরকারি সংস্থা বা রাষ্ট্রের কোনও সংস্থা এই ধরনের চুক্তিতে প্রবেশ করে, তাই কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, এই ধরনের বাণিজ্যিক লেনদেনেও জনসাধারণের আইন বা জনস্বার্থের একটি উপাদান জড়িত থাকতে পারে।

১০. সুপ্রিম কোর্ট জনস্বার্থের উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ করতে পেরে খুশি হয়েছেঃ-

> "১০. জনস্বার্থের এই উপাদানগুলি কী কী ? (১) চুক্তির উদ্দেশ্যে জনসাধারণের অর্থ ব্যয় করা হবে। (২) যেসব পণ্য বা পরিষেবা চালু করা হচ্ছে তা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে হতে পারে, যেমন রাস্তাঘাট, জনসাধারণের ভবন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা অন্যান্য জনসাধারণের জন্য। (৩) জনসাধারণ চুক্তির সময়মত বাস্তবায়নে সরাসরি আগ্রহী হবে যাতে পরিষেবাগুলি দ্রুত জনসাধারণের কাছে উপলব্ধ হয়। (৪) জনসাধারণ দরপত্রদাতা কর্তৃক গৃহীত কাজের বা সরবরাহকৃত পণ্যের গুণমানের বিষয়েও আগ্রহী হবে। কাজের বা পণ্যের নিম্নমানের কারণে 'প্রচণ্ড জনসাধারণের কষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য আর্থিক ব্যয়' হতে পারে, হয় ভুল সংশোধন করতে বা ত্রুটি সংশোধন করতে, এমনকি পুরো কাজ পুনরায় করার সময়ও – যার ফলে জনসাধারণের অর্থের বৃহত্তর ব্যয় জড়িত থাকে এবং 'পরিষেবা, সুযোগ-সুবিধা বা পণ্যের প্রাপ্যতা বিলম্বিত হয়, যেমন, বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করতে বিলম্ব, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে, বিদ্যুতের ঘাটতি, শিল্প উন্নয়নে বাধা, সাধারণ জনগণের কষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হতে পারে।"

১১. যখন কোনও বিতরণ চুক্তিতে, এই ধরণের কোনও জনসাধারণের উপাদান জড়িত না থাকে এবং যখন আবেদনকারী এবং ব্যক্তিগত বিবাদীদের মধ্যে বিরোধের ফলে কোনও রিট পিটিশন দাখিল করা হয়, তখন জনসাধারণের আইন বা জনস্বার্থের কোনও উপাদান জড়িত থাকে না। জমির দখল বা গুদামের মালিকানা ইত্যাদি নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে কেবল পার্থক্যই এই ধরণের বাণিজ্যিক লেনদেনে কোন জনসাধারণের স্বার্থ জড়িত তা নির্ধারণে নির্ধারক নয়। ভারতীয় সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের আওতায় রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হওয়া সরকারি কর্তৃপক্ষ বা কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যদি না, সিদ্ধান্তটি এতটাই স্বেচ্ছাচারী বা অযৌক্তিক হয় যে আদালত বলতে পারে যে সিদ্ধান্তটি এমন একটি যা কোনও দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গতভাবে কাজ করে না

এবং আইন অনুসারে পৌঁছাতে পারত। অন্য কথায়, শুধুমাত্র যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে বিকৃত বলে গণ্য করা হয়, তখনই আদালত সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষাধিকারমূলক রিটের অধীনে বিচারিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে। (২০১৬) ১৬ SCC ৮১৮-তে রিপোর্ট করা আফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম নাগপুর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেড এবং আরেকজন মামলায় মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা যেতে পারে।

১২. উপরে লিপিবদ্ধ কারণগুলির জন্য, আমি তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না এবং এটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

১৩. তদনুসারে, রিট আবেদনটি প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে খারিজ করা হলো, তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

(বিচারপতি বিবেক চৌধুরী,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal